দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... NOV. 1 3 1999 ...

147

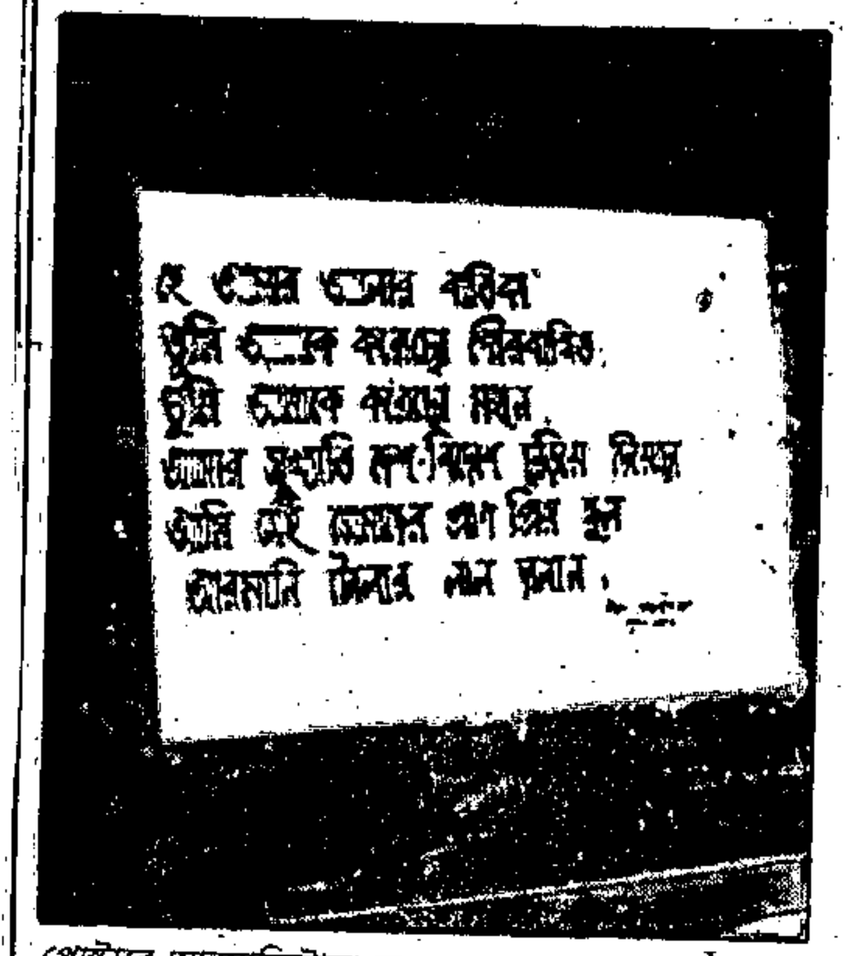

সবার মুখের ভাষা হারিয়ে গিয়েছিল অন্তরে জেগে উঠেছিল পুরনো দিনের কিছু সুখস্মৃতি

পোস্টারে আরমানিটোলা স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রের লেখা একটি কবিতা —জনকণ্ঠ

আশীষ-উর-রহমান শুভ

স্কুল এমন এক স্থান যেখানে থাকার সময়ে মন থাকতে চায় না; আর ছেড়ে চলে এলে মনে হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কেটেছিল সেখানেই। তখন মন চায় সেখানে বারে বারে ফিরে যেতে। তাই বহুদিন পর লাল ইটের গাঁথুনি দেয়া প্রায় শতাব্দী প্রাচীন ইমারতটির সামনে দাঁড়িয়ে সময়ের উজান স্রোত বেয়ে স্মৃতির নুড়ি কুড়াতে কুড়াতে ফেলে আসা দিনে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সেই ছাত্রদের যাঁরা এখন জীবনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে উপনীত হয়েছেন অন্তিম পর্যায়ে। কেউ বা যুবক, কেউ প্রৌঢ়। সাফল্যে, কৃতিত্বে, মানে মর্যাদায় কেউ ছুঁয়েছেন আপনাপন কর্মক্ষেত্রের সর্বোচ্চ শিখর, কেউ আছেন মধ্য গগনে, কারও কারও হয়ত বা নিতান্তই আটপৌঢ়ে সাধারণ জীবন। কিন্তু তাঁতে কি, মন থেকে বর্তমানের সকল প্রসঙ্গ মুছে ফেলে স্কুলের ফটক দিয়ে তারা প্রাঙ্গণে প্রবেশ

আরমানিটোলা স্কুল প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী

করেছিলেন সেই অতীত দিনের ছাত্রটির মতোই। বহু জনের সমাবেশ থেকে খুঁজে নিয়েছেন সহপাঠীকে। বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, কাঁধে হাত রেখেছেন, একতলা থেকে দোতলায় সেই পুরনো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে উঁকি দিয়েছেন শ্রেণীকক্ষে। খোলাই ছিল সেগুলো। শূন্য বেঞ্চ, টেবিল চেয়ার ছাড়া ছিল না কিছুই। তবু ঐ শূন্যতার মধ্যে ব্যাকুল চঞ্চল দৃষ্টি মেলে দিয়ে কিসের যেন সন্ধান করেছেন তাঁরা। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কারও চোখ, কারও চোখের কোণে জমেছে উষ্ণ বিন্দু। চোখ দেখেনি, অন্তর দেখেছিল তাদের বিগত দিনের অম্লান কিছু স্মৃতির টুকরো।

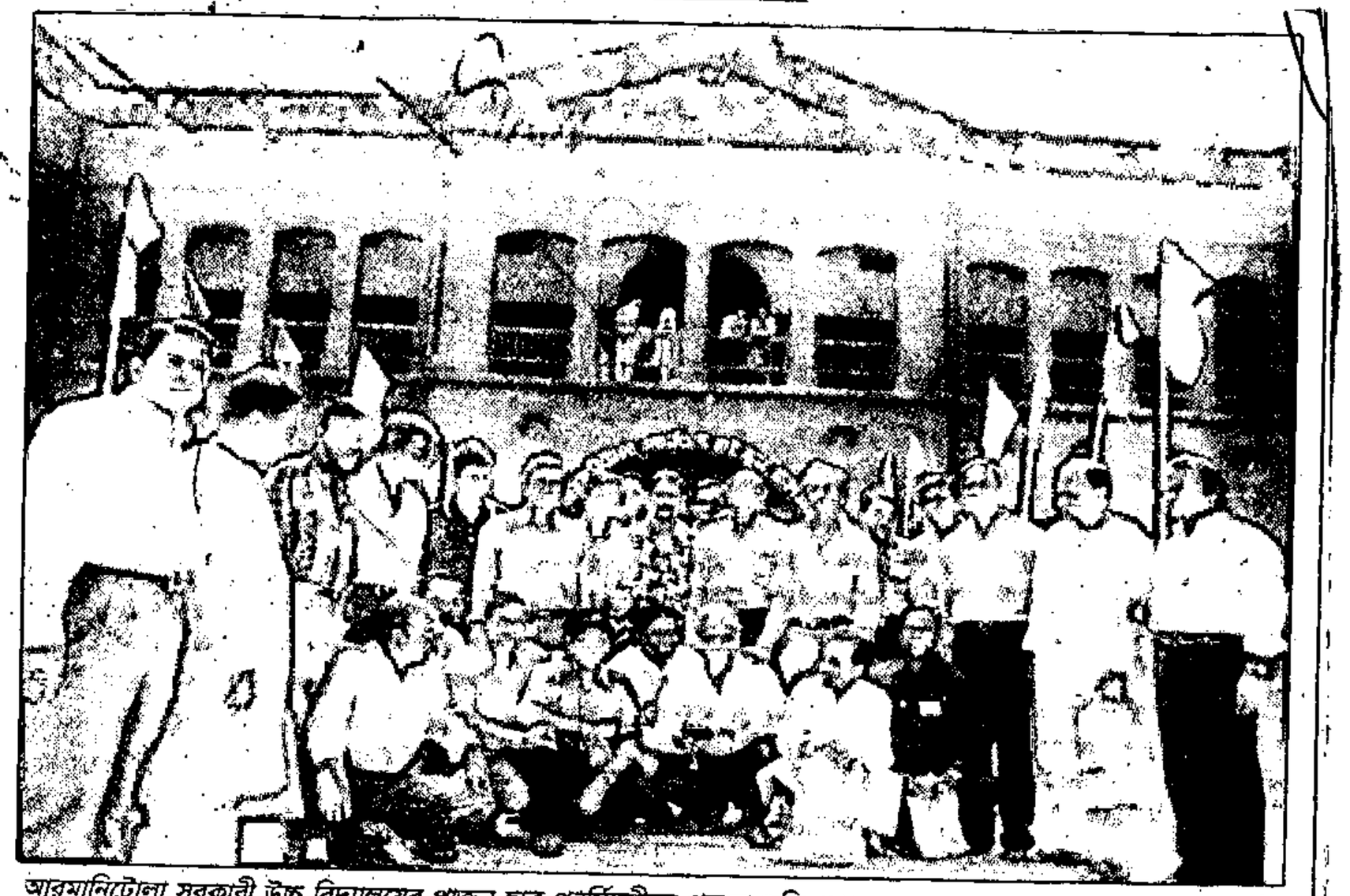

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল ঢাকার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। পুনর্মিলনী উপলক্ষে সামনের ফটক থেকে স্কুলের পুরনো ভবন পর্যন্ত পথটির দু'পাশে রঙিন পতাকা এবং গাঁদাফুলের

আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনীতে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন —জনকণ্ঠ

মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল চমৎকারভাবে। ঢাকার ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দিতেই হয়ত ভবনের সামনে সর্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল ছ'জন ঘোড় সওয়ারকে। পাগড়ি-শেরোয়ানীর জমকালো পোশাক পরে তারা সুসজ্জিত তাগড়া ঘোড়ায় চেপে অটুট ভাবগাম্ভির্য নিয়ে অপেক্ষা করেছেন অনুষ্ঠানের শেষাবধি। এ স্কুলের দুটি মাঠ। পিছনে অর্থাৎ দক্ষিণ অংশের মাঠে বিশাল সামিয়ানা টাঙিয়ে করা হয়েছিল অনুষ্ঠান মঞ্চ। পুরনো ভবনের নিচের তলার শ্রেণীকক্ষগুলো করা হয়েছিল নাম এন্ট্রি এবং মধ্যাহ্ন ভোজের খাদ্য সরবরাহের কাউন্টার। এর সামনেই ছোট আরেকটি প্যান্ডেলের মতো করা হয়েছিল চা, কোমল পানীয়, সকালের নাস্তা ও বিকালের হাল্কা খাবারের জন্য। অভ্যাগতদের হাতে প্রথমেই ধরিয়ে দেয়া হচ্ছিল একটি প্যাকেট। তার মধ্যে কোটপিন, ব্যাজ, নেমপ্লেট, পুনর্মিলনীর সুদৃশ্য স্মরণিকা আর র‍্যাফেল ড্র ও খাবার পানীয় সংগ্রহের কুপন। প্রাক্তন ছাত্রদের অনেকেই গিয়েছিলেন সস্ত্রীক। ফলে নানা বয়সী নারীপুরুষের বিশাল সমাবেশ। কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ছিল উল্লেখ করার মতো শৃঙ্খলাপূর্ণ।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মধ্যে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। স্বাগত ভাষণ দেন বশির আহমেদ, প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিশ

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)